G. P. Mahavidyalaya.
Dept of History.
Sem - II (Hons) History of India (600 B.C. to 650 A.D).
Module - IV
AHHST
201 C - 3

Bibekananda Sinha

॥ গুপ্তযুগের অর্থনৈতিক ভূমি ॥

- বৈদিক সাহিত্যের আলোচনার মধ্যদিয়ে আমরা ভারতবর্ষের এক দীর্ঘ সময়ের, প্রায় ১০০০ বছরের ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারি। গুপ্তযুগের আলোচনা (৩২০), কারণ সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য পাওয়া যায়।

* মনে রাখতে হবে - ভারতের ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে

- অর্থনৈতিক ভূমিকা সম্পর্কে বিভিন্ন : (ক) এই সময়ের প্রাচীনতম পুরো ভারতে, বিশেষকরে কাশ্মীরের ঐতিহাসিক কল্হণ তাঁর রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থে এই সময়ের রাজাদের অর্থনৈতিক ভূমিকা বলেছেন। এরা হলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, সমুদ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য, হর্ষবর্ধন প্রমুখ।
(খ) ঐতিহাসিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে - R.K. Mukherjee, R.C. Majumdar, A.S. Altekar, বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা গুপ্তযুগের অর্থনৈতিক ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

- এখন সমস্যা হচ্ছে এই সময় 'গুপ্ত-যুগ-গুপ্ত-সাম্রাজ্য-যুগ' হবে নাকি সমগ্র এই সময়কালকে 'গুপ্ত-পরবর্তী যুগ' বলা হবে। এই সমস্যা সমাধানে ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ ঐতিহাসিকরা মনে করেন এই সময়কালকে 'গুপ্ত-পরবর্তী যুগ' বলা উচিত। এই সময়ে বিভিন্ন রাজবংশ ও রাজা রাজত্ব করেছেন, যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন - পুষ্যমিত্র, মৌখরি, পুষ্যভূতি, গুর্জর-প্রতিহার, পাল, সেন, রাষ্ট্রকূট, চালুক্য, পল্লব, পরবর্তী গুপ্ত, কলচুরি, চোল, পাণ্ড্য প্রমুখ।

- পরিচ্ছদ সমর, কাশ্মীরের ঐ সময়কার ঐতিহাসিক কল্হণের সময়ানুক্রমিক ইতিহাস রচনার পূর্বে এই সময়ের ঐতিহাসিকরা ভারতবর্ষের ইতিহাসকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন - ১) প্রাচীন ভারত (৬০০ খ্রীঃ পূঃ - ৬০০ খ্রীঃ), ২) মধ্যযুগীয় ভারত (৬০০ খ্রীঃ - ১৭০০ খ্রীঃ) ও ৩) আধুনিক ভারত (১৭০০ খ্রীঃ - বর্তমান)। এই ভাগের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকরা ভারতের ইতিহাসে রাজনৈতিক ঘটনাবলীর প্রাধান্যকে গুরুত্ব দিয়েছেন। ঐতিহাসিক V. A. Smith এই সময়কে 'প্রাচীন-মধ্যযুগীয়' বলেছেন। লেখকদের মধ্যে ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডঃ রাধাকুমুদ মুখার্জী, ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, ডঃ সুকুমারী ভট্টাচার্য, ডঃ অতুল চন্দ্র রায় প্রমুখ এই সময়কে 'প্রাচীন-মধ্যযুগীয়' বলেছেন।

- পরিচ্ছদ সমর, কাশ্মীরের ঐ সময়কার ঐতিহাসিক কল্হণের সময়ানুক্রমিক ইতিহাস রচনার পূর্বে এই সময়ের ঐতিহাসিকরা ভারতবর্ষের ইতিহাসকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন - ১) প্রাচীন ভারত (৬০০ খ্রীঃ পূঃ - ৬০০ খ্রীঃ), ২) মধ্যযুগীয় ভারত (৬০০ খ্রীঃ - ১৭০০ খ্রীঃ) ও ৩) আধুনিক ভারত (১৭০০ খ্রীঃ - বর্তমান)। এই ভাগের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকরা ভারতের ইতিহাসে রাজনৈতিক ঘটনাবলীর প্রাধান্যকে গুরুত্ব দিয়েছেন। ঐতিহাসিক V. A. Smith এই সময়কে 'প্রাচীন-মধ্যযুগীয়' বলেছেন। লেখকদের মধ্যে ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডঃ রাধাকুমুদ মুখার্জী, ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, ডঃ সুকুমারী ভট্টাচার্য, ডঃ অতুল চন্দ্র রায় প্রমুখ এই সময়কে 'প্রাচীন-মধ্যযুগীয়' বলেছেন।

- পরিচ্ছদ সমর, কাশ্মীরের ঐ সময়কার ঐতিহাসিক কল্হণের সময়ানুক্রমিক ইতিহাস রচনার পূর্বে এই সময়ের ঐতিহাসিকরা ভারতবর্ষের ইতিহাসকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন - ১) প্রাচীন ভারত (৬০০ খ্রীঃ পূঃ - ৬০০ খ্রীঃ), ২) মধ্যযুগীয় ভারত (৬০০ খ্রীঃ - ১৭০০ খ্রীঃ) ও ৩) আধুনিক ভারত (১৭০০ খ্রীঃ - বর্তমান)। এই ভাগের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকরা ভারতের ইতিহাসে রাজনৈতিক ঘটনাবলীর প্রাধান্যকে গুরুত্ব দিয়েছেন। ঐতিহাসিক V. A. Smith এই সময়কে 'প্রাচীন-মধ্যযুগীয়' বলেছেন। লেখকদের মধ্যে ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডঃ রাধাকুমুদ মুখার্জী, ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, ডঃ সুকুমারী ভট্টাচার্য, ডঃ অতুল চন্দ্র রায় প্রমুখ এই সময়কে 'প্রাচীন-মধ্যযুগীয়' বলেছেন।

সম্ভাব্য প্রশ্ন :- গুপ্তযুগের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা কর।